মৌর্য সাম্রাজ্য (আনুমানিক ৩২৪ — ১৮৭ খ্রিস্টপূর্ব)

নন্দ বংশের রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অনেকে বলেন যে, তাঁর মায়ের নাম ছিল মুরা। এ থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় মৌর্য বংশ। আবার অনেকে বলেন যে, তিনি ছিলেন মোরিয় বংশের সন্তান। এ থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হয় মৌর্য বংশ। আবার অনেকে তাঁকে নন্দ বংশের সন্তান বলে মনে করেন। যাইহোক, তিনি যখন মগধের সিংহাসনে বসেন, তখন এই সাম্রাজ্য পাঞ্জাবের সীমানা থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এই সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য — মুদ্রা

১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে কয়েকটি গ্রিক রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত গ্রিক শাসক সেলুকাস-কে পরাজিত করে সেই গ্রিক রাজ্যগুলি জয় করেন। এইভাবে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ মৌর্যদের অধিকারে আসে। ২। এরপর তিনি পশ্চিম ভারতে গুজরাট, মালব, কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। ৩। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র, যা বর্তমানে পাটনা নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্বকালে গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস ভারতে এসেছিলেন। তাঁর লেখা 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ও ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন।

সম্রাট অশোক

বিন্দুসারের পর মৌর্য সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র অশোক। তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি জীবনে মাত্র একবারই যুদ্ধ করেন। তা হল কলিঙ্গ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হন এবং কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন। যুদ্ধে বহু মানুষ মারা যান। বন্দি হন প্রায় এক লক্ষ মানুষ। যুদ্ধের হানাহানি, রক্তস্রোত ও মৃত্যু দেখে তিনি ব্যথিত হন। এতে তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। শান্তি ও অহিংসা তাঁর জীবনের মূল নীতি হয়। তিনি স্থির করেন যে, আর মারামারি, হানাহানি, রক্তপাত, রাজ্যবিস্তার নয়। তিনি অন্যান্য সব রাজ্যের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ করেন। ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর রাজ্য শাসনের মূল নীতি হয় অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রী।

রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি রাজপথ নির্মাণ করেন। রাজপথের দুধারে ছায়া দেয় এমন গাছপালা রোপণ করেন, কূপ খনন, বিশ্রামাগার ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। কেবলমাত্র মানুষ নয়— তিনি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এসব শুধু নিজের দেশেই নয়— বাইরের দেশেও এগুলো করেন। বিশ্বের ইতিহাসে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

08.07.2021

IV ইতিহাস 08.07.2021 (Thursday)

06.07.2021 -এর H.W. এর উত্তর — পাতা - ৫১

(ঘ) ① জুলিয়াস সিজারের হত্যাকারী ব্রুটাস।
② অক্টাভিয়ান/অক্টোভিয়ান সিজার হলেন রোমের প্রথম সম্রাট।
③ পিউনিক যুদ্ধে পরাজিত হন হ্যানিবল।
④ অক্টাভিয়ানের শাসনকাল রোমের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ।
⑤ রোমান মহাকাব্যের রচয়িতা ভার্জিল।

(ঙ) ① রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ ইতিহাসে 'পিউনিকের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। ② রোম ইতালিতে অবস্থিত। ③ ফিনিসীয় বনিকরা কার্থেজ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ④ জুলিয়াস সিজারের পর তাঁর ভাগ্নের ছেলে অক্টাভিয়ান সিজার সম্রাট হন। ⑤ সম্রাট কনস্টানটাইন কৃষ্ণসাগরের তীরে বাইজান্টিয়ামে রোমের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

(চ) ① রোম ও কার্থেজের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ হয়েছিল — যা ইতিহাসে 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' ও 'তৃতীয় পিউনিকের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ চলে ১১৮ বছর ধরে। এই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত রোম জয়লাভ করেন।

② 'প্রথম পিউনিকের যুদ্ধ' -এ প্রথম দিকে কার্থেজ জয়ী হতে থাকলেও শেষপর্যন্ত কার্থেজকে রোমের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় এবং সিসিলি দ্বীপটি রোমের হাতে তুলে দিতে হয়।

③ রোম সম্রাট অক্টাভিয়ান সিজারের শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। এই সময় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে অন্যতম হল খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব।

(ছ) এর দাগের ② ও ③ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য বইয়ের ৫০ পাতা দ্রষ্টব্য।